আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

বর্ষাকালীন সংখ্যা

শ্রাবণ ১৪৩০

শ্রাবণ মাস এসে গেল। বর্ষা শেষের পথে। আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে সারা পৃথিবীতেই। হয়ত সে জন্যেই ভরা বর্ষাতেও বৃষ্টির দেখা তেমন একটা মেলেনি। বরং এর মধ্যেই বর্ষণক্ষান্ত আকাশে শরতের হাওয়া নিয়ে পেঁজা মেঘের দল টুকটাক উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই সেজে উঠেছে এবারের বাংলাস্ট্রিট, প্রত্যেক মাসের মতোই নিজের মতো সাজে। আসুন, দেখে নেওয়া যাক এবারের আয়োজন।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে না বলে বলা ভালো দৌড়চ্ছে । পেছন পেছন রান্নার তেল, মানে কিনা ভোজ্য তেল। ২০২২-এই তেলের দাম বেড়েছিল ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ। এখনো নামে তো নি-ই, বরং সবার আতঙ্ক কবে ফের আরো না চড়তে শুরু করে।

সেই সঙ্গে সানাইয়ের পোঁ -র মতন তান ধরেছে সব্জির বাজার। খোদ কেন্দ্রের মডেল প্রাইস বলছে টোম্যাটোর দাম কেজি প্রতি ১০০ টাকা। হাল সমান পেঁয়াজ , আদা, এমনকি যে কাঁচা লঙ্কা দুদিন আগেও বাজার করলে অনেক সময় বাজারুরা ফ্রিতেই পেতেন খানিকটা, সেই তারও কী আঁচ ! হাত দিলে চমকে উঠতে হয়। সেদিন মিম দেখছিলাম মাংসের দোকানে কাটা মুরগি কোঁকর কোঁ করে বলছে, আগে দুশো কাঁচা লঙ্কা কিনে দেখা তারপর মাংসের দিকে তাকাবি। লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির দাপটে নাজেহাল কেন্দ্রের সরকার মশাইও। আম জনতার কাছে হাত পেতে জানতে চাওয়া হচ্ছে --- কীভাবে দাম কমানো যায় ! পড়ুয়া, গবেষক, অধ্যাপক, স্টার্ট আপ সংস্থার পেশাদার যে কারো কাছ থেকে জানতে চাওয়া হচ্ছে দাওয়াই। বাৎলে দিলে সরকার কৃতজ্ঞ থাকবে।অর্থাৎ জিনিসের দাম কমানোর জন্যে কোথায় সরকার ব্যবস্থা নেবেন তা নয় ভোক্তারাই নাকি বাৎলাবেন ব্যবস্থার হদিশ ! কেন এই বন্দোবস্ত ? না, এর আগে বাজারে পেয়াজের দর অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় সেবার নাকি দাম নিয়ন্ত্রণের হদিশ জানতে চেয়ে ১৩টা মূল্যবান আইডিয়া পেয়েছিল সরকার। তাই শোনা যাচ্ছে এবারেও…

অসামান্য। অবশ্যই অসামান্য। যখন মাণ্ডিগুলোতে ফড়ের দল কম দামে মাল কিনে বেশি দামে বেচার জন্যে প্রস্তুতি নেয় তখনই রাশ না টেনে ধরে ফস্কা গেরোর মতন হাত থেকে তীর বেরিয়ে যাবার পর হইচই : ধর ধর ওই চোর ওই চোর চিৎকার ! আসলে কেন্দ্রই

হোক বা রাজ্য, যে সরকার উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে না তার বিপদ পদে পদে। এবং তার ফল ভোগার জন্যে আছি আমরা ।

স্বাভাবিক , আচ্ছেদিন এসে গেছে তো ! আর কত বড়ো গণতন্ত্র বলুন দেখি, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে সরকার পরামর্শ নিচ্ছে মানুষের। স্বাধীনতার পর এত বছর তো কাটল, দেখেছে কেউ এত গণতন্ত্র ! একেই তো বলে মাটির মানুষের সরকার।

কী, বলে না !

সূচিপত্র

ওয়াগনার- বিদ্রোহে বেসামাল পুতিন Page 5
শ্যামল কুমার দে

জ্বলছে ফ্রান্স Page 8
অলক ব্রহ্ম

মণিপুর সরকার শান্তি ফেরাবার আবেদন করুক Page 10
আশিস দাশগুপ্ত

শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে এল ভারত Page 13
দীপ্তিময় দেব

প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার হাল হকিকত (শেষ ভাগ) Page 15
আদিত্য ঠাকুর

সুমেরুতে সাতদিন (দ্বিতীয় ভাগ) Page 19
রাজর্ষি পাল

টং টং কালিম্পং Page 23
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

শরীর সুস্থ রাখতে অ্যালকালাইন ওয়াটারের জুড়ি নেই Page 27
স্বপন দাশ

বর্ষায় দই থেকে একটু দূরে থাকুন Page 30
অসীমা দেবরায়

ডাকছে কুক্কুড় !!! Page 32
কিঞ্জল রায়চৌধুরী

ওভাল : এবারেও স্বপ্নভঙ্গ টিম ইন্ডিয়ার Page 35
স্বপন দেবনাথ

লেখা ১

ওয়াগনার- বিদ্রোহে বেসামাল পুতিন

শ্যামল কুমার দে

তাঁর নিজেরই আধা-সামরিক বাহিনী , যাকে এক কথায় বলা যায় 'ভাড়াটে সৈন্য' , সেই ওয়াগ্নার মারসিনারি গ্রুপ, যাদের দিয়ে ইউক্রেন দখলের খেলায় নেমেছিল ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়া, সেই তারাই যে খেলা সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটাই ঘুরিয়ে দিয়ে খোদ পুতিনের দিকেই লক্ষ্য শানাতে পারে এমনটা বোধকরি স্বপ্নেও ভাবেননি রুশ প্রেসিডেন্ট মশায়।ভাবেননি হয়ত যুদ্ধজয়ের ক্রেডিট সামনে রেখে , অস্ত্রের যোগান নিয়ে গড়িমসিকে মুখ্য করে একদা তাঁরই ঘনিষ্ঠ বলে কেবল পরিচিতই নয়, বলা উচিৎ বরং সুপরিচিত রুশ ধনকুবের , ওয়াগনার চিফ প্রিগোজিন যে 'অচিরেই নয়া প্রেসিডেন্ট পেতে চলেছে রাশিয়া' বলে বেঁকে বসলেও বসতে পারেন। 'ঢের হয়েছে, যুদ্ধ যুদ্ধ করে দেশের লোককে মাতিয়ে ভুলপথে চালনা করার জন্যেই অন্তত রাশিয়া জলদি নয়া প্রেসিডেন্ট পাবে।' এরকম অডিও-বয়ান ছড়িয়ে দিয়ে সম্প্রতি রীতিমতো তোলপাড় ফেলে পুতিনের রাঁধুনি বলে পরিচিত প্রিগোজিন প্রমাণ করে দিয়েছেন পুতিনের রাশিয়ার প্রকৃত অবস্থা মোটেই খুব সুবিধের নয়।আন্তর্জাতিক মহলের মতে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে পুতিনের একদা সহচর প্রিগোজিনের প্রাইভেট এই আর্মির টানাপোড়েনের ফলেই এই ঝঞ্ঝাট, যার মোকাবিলা করতে গিয়েই রীতিমতো ল্যাজেগোবরে হাল আজ মস্কোর।কীরকম ? না, জুনের প্রায় শেষাশেষি এই লেখা যখন লিখছি তখন থেকে আগামী দিন কয়েক মস্কো থেকে কোনো বিমানেই টিকিট মিলছে না, রাজধানীর সমস্ত বড়ো রাস্তায় মোতায়েন করে

রাখতে হয়েছে রুশ ট্যাঙ্ক, সন্তর্পণে শহর খালি করার তোড়জোড় চালাতে অব্দি হচ্ছে সরকারি মহলকে। যদিও শেষ পর্যন্ত 'রক্তপাত এড়াতে' মস্কোয় ঢোকার মুখেই রাশ টেনেছে ইয়েভগেনি প্রিগোজিনের বাহিনী, তবে তা কিন্তু মোটেই পুতিনের জোর গলায় নয়, বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্দার লুকাশেংকোর দাবি মানলে বলতে হয়, তাঁর মধ্যস্ততাতেই আপাতত পিছু হটেছে তারা।

'বিশ্বাসঘাতক' , 'পেছন থেকে ছুরি মারা হয়েছে' এসব বলে ঝাল মেটালেও ২০১৪-য় রুশ আইন-বিরুদ্ধ প্রিগোজিনের এই দলকে পুতিনই যে স্বয়ং পূর্ব ইউক্রেনে রুশ সমর্থক বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে মদত দিয়েছিলেন এটা আজ রাশিয়ার সব বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও জানে।অবস্থা আজ এতটা সঙ্গীন যে, একাধিক সংবাদ মাধ্যমের দাবি মস্কো ছেড়ে ইতিমধ্যেই উড়ে গেছে একটি প্রেসিডেন্সিয়াল বিমান। অন্যদিকে প্রিগোজিনের পদক্ষেপকে 'সশস্ত্র বিদ্রোহ' মতান্তরে 'মিউটিনি' আখ্যা দিয়ে তাঁকে গ্রেফতারের আসেশ জারি করা ছাড়াও মস্কোয় প্রিগোজিনের একাধিক অফিস, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিস।

অন্যদিকে প্রিগোজিনের তরফে লাগাতার বলা হয়েছে, দেশের বর্তমান সেনাকর্তাদের গদিচ্যুত না করা অব্দি তাঁরা থামছেন না। পাশাপাশি ঘটনা যে, দক্ষিণ রাশিয়ার রোস্তভে ঢুকে পড়েছিল ওয়াগনার বাহিনী। এতেই ঢোঁক গিলতে বাধ্য হয় পুতিনের সরকার। কেননা এতে ইউক্রেনে মোতায়েন কয়েক লাখ রুশ সেনা বিপদের মুখে পড়তে বাধ্য বলেই ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য।রোস্তভের বাসিন্দাদের ঘর থেকে অব্দি বেরোতে নিষেধ করে আদেশ জারি করা হয়। পরমাণু শক্তিধর দেশ রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সব মিলিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগে পশ্চিমী দেশগুলি।যদিও প্রিগোজিনের দল রোস্তভ অন ডন আর ভেরোনভ দখল করাতেই পুতিনের সরকার ব্যবস্থা নেবার কাক শুরু করলেও গোটা পশ্চিমী দেশগুলির ধন্দ : যিনি প্রতিরোধ নিয়ে এত কথা বলছেন তিনি পুতিন না পুতিনের ডামি ! কারণ একাধিক সংবাদ মাধ্যমের দাবি : পুতিনের বিশেষ বিমান এই মুহূর্তে উড়ে গেছে ১৮০ কিমি দূরে তেভের অঞ্চলে , যেখানে পুতিনের বাড়ি। মূল অস্বস্তি : ইউক্রেনের যুদ্ধে রুশ বাহিনী ক্রমাগত কোণঠাসা হতে থাকলেও বেশ কয়েক ঝাক প্রশিক্ষিত তরুণ ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছেন প্রিগোজিনের বাহিনীতে। মজার কথা হল, এই ওয়াগনার বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই রাশিয়া এবং অন্যসব দেশের কুখ্যাত সব জেলখানা থেকে আমদানি একদা বন্দীর দল। রুশ মিডিয়া এতদিন এই বাহিনীকে দেশপ্রেমিকের পরাকাষ্ঠা বলেই দেখিয়ে এসেছে। বেলারুশের হস্তক্ষেপে আপাতত বিদ্রোহীদের অগ্রগতি রুদ্ধ হলেও এই মুহূর্তে মস্কো সহ

সর্বত্র আলোচনার কেন্দ্রে পুতিনের প্রেসিডেন্ট পদ পাবার পর প্রিগোজিনের বিদ্যুৎগতিতে উত্থান। আপাতত গতি রুদ্ধ হলেও পুতিন-প্রিগোজিন সম্পর্কের রসায়ন কোন দিকে গড়ায় সেটাই এখন দেখার।

জ্বলছে ফ্রান্স

অলক ব্রহ্ম

আগুনে পুড়ছে মার্সেই সহ ফ্রান্সের একাধিক অংশ। যদিও প্রশাসনিক স্তর থেকে দাবি করা হয়েছে যে দেশে সহিংসতার মাত্রা কমেছে, রবিবার ৭১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর ভারী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্সে ১৭ বছর বয়সী এক যুবককে পুলিশ গুলি করে হত্যা করার পর দেশ জুড়ে টানা দাঙ্গা চলছে। ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিন বলেছেন, প্যারিসের শহরতলি নানটেরেতে ১৭ বছর বয়সী তরুণের মৃত্যুর ঘটনার পরেই মঙ্গলবার প্রথম দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ১৭ বছর বয়সী তরুণকে হত্যার ভিডিওটিও সামনে আসতেই উত্তেজনার পারদ চড়ে। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, দেশে হিংসার পরিস্থিতি ঠেকাতে দেশ জুড়ে ৪৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিক্ষোভ শুরুর পর থেকে মোট ২৪০০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সাঁজোয়া থেকে হেলিকপ্টার সহ পুলিশ ক্রমাগত ফ্রান্সের তিনটি বড় শহর প্যারিস, লিঁও এবং মার্সেই-এর রাস্তায় টহল দিচ্ছে। যুব বিক্ষোভকারীরা সারা রাত ধরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তারা বিভিন্ন স্থানে প্রায় আড়াই হাজার দোকান ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ। অর্থমন্ত্রী ব্রুনো লে মায়ার বলেছেন, দশটি শপিং মল, ২০০টিরও বেশি সুপারমার্কেট, ২৫০ টি তামাকের দোকান এবং ২৫০ টি ব্যাঙ্কের দোকানে হামলা বা লুঠপাট করা হয়েছে। এমনও খবর পাওয়া গেছে যে বিক্ষোভকারীরা গ্রিগনির একটি আবাসিক

ভবনে আগুন দিয়েছে। এ ঘটনা দেশকে নাড়া দিয়েছে এবং মানুষ খুবই ক্ষুব্ধ। ১৭ বছরের নাহেলের মৃত্যুর পর প্যারিসের শহরতলিতে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে বলেই খবর। অবস্থা এতটাই সিরিয়াস যে রাষ্ট্রসংঘের হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'ইট ইজ দ্য টাইম ফর দ্য কান্ট্রি টু সিরিয়াসলি ট্যাকল দ্য ডীপ প্রবলেমস অফ রেসিজম অ্যান্ড রেসিয়াল ডিস্ক্রিমিনেশন অ্যামং ল এনফোর্সমেন্ট।'

লেখা ৩

মণিপুর সরকার শান্তি ফেরাবার আবেদন করুক

আশিস দাশগুপ্ত

গোটা উত্তরপূর্বে বিজেপি যে নীতি নিয়ে চলেছে তার ফল এবার হাতেনাতে মিলল মণিপুরে। অথচ মাত্র মাস চারেক আগেই খোদ প্রধানমন্ত্রী বড় গলা করে বলেছিলেন, ত্রিপুরা, মেঘালয় আর নাগাল্যান্ডের ভোটে বিজেপির সাফল্য বিপুল। তার দাবি ছিল উত্তর-পূর্বের ক্রিশ্চিয়ানরাও বিজেপিকে গ্রহণ করেছেন।

অথচ মে মাসের গোড়া থেকে আজ প্রায় আট সপ্তাহ হয়ে গেল মণিপুরে হিংসা প্রবল আকার নিয়েছে। সশস্ত্র হানা, খুন-জখম, মারামারি আজ রাজ্যটিকে গ্রাস করেছে। শতাধিক বাড়িঘর পুড়েছে, ২০০র মতো চার্চ আর ১৭টি মন্দির পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এমনকি ইম্ফলে এক ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ স্টেট-এর বাড়িও ছাড় পায়নি। সেনা ছাড়াও ৩৫০০০ সশস্ত্র কেন্দ্রীয় পুলিশ রাজ্যে টহল দিচ্ছে বটে কিন্তু সশস্ত্র কুকি এবং মেইতেই হানা চলছে তো চলছেই। মৃতের সংখ্যা কেবল সরকারি হিসেব মতো শতাধিক, আহত ৩০০০ আর ত্রাণ শিবিরে আছেন ৫০ হাজারেরও বেশি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বয়ং রাজ্য পরিদর্শন করেছেন ঠিকই কিন্তু তার আগে ২৬ দিন ধরে রাজ্যে আগুন জ্বলেছে। হিসেব বলছে, অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে মেইতেই আর কুকিদের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠির লোকেরা অবস্থার পুরো সুযোগ কেবল নেয়ইনি , এখনো নিয়ে চলেছে।

হিসেব মতো মণিপুর অত্যন্ত সেন্সিটিভ বলতে যা বোঝায় তেমন রাজ্য। এই রাজ্যে অন্তত ৩৬ রকম জাতি উপজাতি এবং ধর্মীয় গোষ্ঠি রয়েছে। মেইতেই , কুকি আর নাগারা হলেন এদের মধ্যে প্রধান অন্যতম। এদের মধ্যে মেইতেইরা থাকেন ইম্ফল উপত্যকায় এবং এরা হিন্দু এবং স্থানীয় সানামাহি ধর্মমতের অনুগামী। এবং কুকি আর নাগারা প্রধানত ক্রিশ্চান। এরা ছাড়াও অঞ্চলে আরো বহু উপজাতি ও অন্য অন্য রাজ্যের বাসিন্দারা আছেন।

বহু দশক ধরেই মণিপুর বিভিন্ন ভাবে সশস্ত্র সংঘাতে দীর্ণ থেকেছে। অতীতে নাগা আর কুকিদের মধ্যে সংঘাত দেখেছে তারা। ২০১৭-য় বিজেপি ক্ষমতা পাবার পর আর এস এস মেইতেইদের হিন্দু হিসাবে ক্রিশ্চান ধর্মাবলম্বী কুকিদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য। এই সময় থেকেই কুকি-মেইতেই সংঘাত হিন্দু-ক্রিশ্চান সংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করে। অবস্থা আরো ঘোরালো হয় সম্প্রতি মায়ানমার থেকে চিনা উদ্বাস্তুদের আসার পর থেকেই।এরাও কুকিদের মতোই অবস্থানে আছেন। এরা এসেছেন ২০২১-এ সামরিক ক্ষমতা দখলের পরেপরেই। মিজোরাম আর মণিপুর দুটি রাজ্যেই এই উদ্বাস্তুরা স্বাগত হয়েছেন তাঁদের সহধর্মীদের দ্বারা। এবং আশ্রয়ও পেয়েছেন। তবে ভারত সরকার প্রথম থেকেই এদের উদ্বাস্তু স্বীকৃতি দিতে টালবাহানা করে এসেছে। বদলে এদের বেয়াইনী অনুপ্রবেশকারী বলেই দেখেছে । বীরেন শাহ সরকার এলাকার সংরক্ষিত অরণ্যে অনুপ্রবেশকে দমন করার চেষ্টা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বস্তুদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক কুকিদের মধ্যেও উত্তাপ ছড়ায়। আফিম চাষে হস্তক্ষেপও কুকিরা ভালো চোখে দেখেননি। আর এস এস –বিজেপি একই সঙ্গে আরাম্বাই তেঙ্গল বা মেইতেই লীপুনের মতো উগ্রবাদী মেইতেইদের মদত দিতে থাকে যাতে কুকিরা উদ্বিগ্ন হন। বিজেপির দুমুখো নীতির আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে যখন দেখা যায় তারা কিছু কুকি উগ্রবাদী গোষ্ঠিকেও ভোটের সময় মদত দিয়েছে। ২০১৯-এ কেন্দ্রকে দেওয়া এক চিঠিতে একটি এরকমই কুকি উগ্রবাদী গোষ্ঠির নেতা ও ইউনাইটেড কুকি লিবারেশন ফ্রন্টের জনৈক কর্তাব্যক্তি এমনও বলেন যে ২০১৭-য় বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ও উত্তর- পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তা এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নাকি তাঁকে সেবারের ও ২০১৯-র সাধারণ নির্বাচনে সাহায্য করতে বলেন এবং এজন্য নাকি টাকাও দেওয়া হয়েছিল বলে পরে অভিযোগ ওঠে। উল্লেক্ষ্য যে, এই ইউ কে এল এফ কিন্তু ২০০৮-এর 'সাস্পেনশন অফ অপারেশন চুক্তিতে ছিল।

কুকিরা এই মুহূর্তে বীরেন সিং সরকারের বিরোধী। কারণ তারা মনে করে যে এই সরকার দুমুখো নীতি অবলম্বন করায় যত সমস্যার উৎপত্তি । গোটা ব্যাপারটিতে প্রধান মন্ত্রীর নিশ্চুপ থাকাও যথেষ্ট দেখার মতো বিষয় বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। স্বাভাবিক অবস্থা ফেরাতে আবেদন করলে ও শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সব পক্ষের কাছেই আবেদন করা হলে অবস্থা বদলে যেতে পারত বলে মনে করছেন তাঁরা। এই অবস্থায় অবিলম্বে রাজ্যে শান্তি ফেরানোর জন্য ব্যবস্থা না নিলে যথেষ্ট দেরি হয়ে যাবার সম্ভাবনা বলেই মনে করছেন অনেকে। অভিযোগ, মেজরিটি কমিউনিটির পরিকল্পিত জেনোসাইড থেকে শিশু , মহিলা, অসুস্থ কেউই রেহাই পাচ্ছেন না । এবং রাজ্য সরকার এই সংঘাতে ইন্ধন জুগিয়েই যাচ্ছে। এই অবস্থায় ট্রাইবাল লিডারস ফোরামের দাবিওবিলম্বে এই অকর্মণ্য ও হিংস্র সরকারকে খারিজ করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হোক।

লেখা ৪

শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে এল ভারত

দীপ্তিময় দেব

টাইমস হায়ার এডুকেশন এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে এবছর জাপান ও চিনকে পিছনে ফেলে তৃতীয় স্থানে এগিয়ে এল ভারত, কারণ হিসেব মতো চিনের ৯৫টি এবং জাপানের ১১৭ টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেই তালিকায়। আর দেশের রেকর্ড সংখ্যক উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জায়গা পেল এশিয়ার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তালিকায়। এবার ভারত থেকে রয়েছে ৭৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়, যা গতবছর ছিল ৭১। এবং বিশেষ করে যেটা ঘটনা তা হল, সেই তালিকায় রয়েছে বাংলা থেকে যাদবপুর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও। ফলে বড় মুখ করে বলাই যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবার সত্যিই আরো এগিয়ে এল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং।

হিসেব মতো ভারতের মধ্যে ৪৮ র‍্যাঙ্ক করে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (আইআইএসসি)। যদিও প্রতিষ্ঠানটি গতবারের তুলনায় পিছিয়ে গিয়েছে র‍্যাঙ্কিয়ে। এরপরই কর্ণাটক থেকে আরো এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিংয়ে রয়েছে। ৬৮ র‍্যাঙ্ক করে সেই স্থান দখল করেছে মাইসোরের জেএসএস অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ।

এই তালিকায় ৩৫৫ তম স্থানে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। যদিও গতবারের তুলনায় এবছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভালো স্কোর করেছে। ক্রমতালিকা অনুযায়ী,

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে স্কোর ৪৬১ গবেষণা ক্ষেত্রে ১৭. ৬১, আর পড়ুয়া সংখ্যা ১৯, ১১৯ ।এবং পড়ুয়া পিছু অধ্যাপকের সংখ্যা ১৫.৬১।

অন্যদিকে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছুটা পরে ৩৭৩ স্থানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। গতবারের তুলনায় এবার যাদবপুরের স্কোর বেশ কিছুটা নিচে নেমে গিয়েছে। ক্রমতালিকা অনুযায়ী, যাদবপুরের পড়ুয়া সংখ্যা ১৪,২১৭১, পড়ুয়া পিছু অধ্যাপকের সংখ্যা ২১.৭১,আবার শিক্ষাকতার ক্ষেত্রে কলকাতার স্কোর ৩৫১ গবেষণা ক্ষেত্রে কলকাতার স্কোর ১৬.৯১।

র‍্যাঙ্কিংয়ে এবার সবমিলিয়ে ভারত থেকে ১ টি বিশ্ববিদ্যালয় সেরা ৫০-এ, চারটি সেরা ১০০-তে এবং ১৮ টি জায়গা পেয়েছে সেরা ২০০-তে। যার মধ্যে ৭৭ র‍্যাঙ্কিং করে তৃতীয় সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে শুলিনি ইউনিভার্সিটি অফ বায়োটেকনলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স। আর ৯৫ তম স্থানে আছে মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যদিকে, এবছর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদয়ালয় এবছর ১৬০ থেকে ১২৮ র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এসেছে। ভারতের পরই তালিকায় রয়েছে ইরান। গত বছর ভারতের ৭১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এশিয়ার এই সেরার তালিকায় স্থান পেয়েছিল।

প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার হাল হকিকত (শেষ ভাগ)

আদিত্য ঠাকুর

বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া। প্রচণ্ড গরমে আধপোড়া অবস্থাতেই বসে শোনা যাচ্ছে এই আছড়ে পড়ল বলে প্রবল সাইক্লোন । কিন্তু কেন এই আচমকা আবহাওয়ার পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের পিছনে কাজ করছে কি কোন প্রাকৃতিক বিষয় ? নাকি এসবই আমাদের নিজেদেরই অপসিদ্ধান্তের ফল ? এই নিয়ে চলছিল একটি ধারাবাহিক রচনা । শেষ অংশটি রইল এই সংখ্যায়...

প্রধানত কয়েকটি বিষয়ের ওপর পৃথিবীর জলবায়ু সরাসরি নির্ভরশীল, এগুলো হল : (১) পৃথিবীর আহ্নিকগতি (২) পৃথিবীর বার্ষিক গতি (৩) পৃথিবীর অক্ষাংশের অবস্থান (৪) পৃথিবীর অক্ষের চলন বা Precessional motion. (৫) পৃথিবীর অক্ষের নতি বা Tilt. (৬) পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতার বা Eccentricity-র পরিবর্তন (৭) পৃথিবীর কক্ষপথের ঘূর্ণন এবং (৮) পৃথিবীর কক্ষতলের ঘূর্ণন।

একটি নির্দিষ্ট স্থানের সাপেক্ষে প্রথম তিনটি বিষয় অপরিবর্তিত থাকলেও বাকি পাঁচটি বিষয় সদা পরিবর্তনশীল।

এই পরিবর্তন অবশ্য ধীরে ধীরে হয়, কয়েক হাজার বছর থেকে লক্ষ বছর অবধি সময় লাগে।

এই আটটি বিষয় সম্পূর্ণভাবেই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পরিঘটনা। যার নির্দিষ্ট সময় বা পর্যায়কাল থাকে।

আমরা পৃথিবীকে সূর্যের চারধারে বছরে একবার প্রদক্ষিণ করতে দেখি সেই অনুসারে ঋতু বিভাগ করেছি। সাধারণ ভাবে আমরা পৃথিবীর দুটি গতির সাথেই পরিচিত।
(১) একটি আহ্নিক গতি, যা কিনা পৃথিবীর নিজের অক্ষের ওপর ২৪ ঘন্টায় এক চক্র ঘুরে আসা, ফলস্বরূপ দিন রাতের সৃষ্টি।
পৃথিবীর অপর যে গতির সাথে আমরা পরিচিত তা হ'ল (২) বার্ষিক গতি, বছরে সূর্যের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ। ঋতুর পরিবর্তন পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফল।

এছাড়াও পৃথিবীর আরও কয়েকটি পর্যাবৃত্ত গতি আছে। যাদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সেগুলো হ'ল যথাক্রমে :
(৪) পৃথিবীর অক্ষের চলন, যার ফলে অয়নচলনের সৃষ্টি হয়। এই গতির পর্যায়কাল প্রায় ২৫৮০০ বছর। এই চলন ঠিক করে আকাশের স্থির তারার প্রেক্ষাপটে আকাশের উত্তর ও অন্যান্য দিক এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দিবসের দিনক্ষণ।
(৫) পৃথিবীর অক্ষের নতির বর্তমান মান ২৩.৪$^\circ$ । অক্ষের নতির পর্যায়কাল ৪১০০০ বছর। এই মানটি পরিবর্তনশীল। নতির মান ২১.৫$^\circ$ থেকে ২৪.৫$^\circ$ পর্যন্ত হতে পারে। নতির মান যত বেশী হয় তত খাড়া ভাবে সূর্যের আলো ভূপৃষ্ঠে আপতিত হয়। বর্তমান নতির মান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ৮৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নতির মান সর্বোচ্চ ছিল এবং ১১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নতির মান সর্বনিম্ন হবে। নতি পরিমাণ সরাসরি তুষার যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত।
(৬) পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতার (অর্থাৎ কক্ষপথটি কতটা পরিমানে উপবৃত্তাকার) মানও (সর্বোচ্চ ০.০৫৭ এবং সর্বনিম্ন মান ০.০০৫, বর্তমান মান ০.০১৬৭) পরিবর্তনশীল এবং পর্যায়কাল ৯২০০০ বছর। উৎকেন্দ্রতা কম থাকলে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব কম হয় এবং ঋতুর দৈর্ঘ্য প্রভাবিত হয়।
(৭) পৃথিবীর কক্ষপথের ঘূর্ণনের পর্যায়কাল ১১২০০০ বছর। এই ঘূর্ণন গতির সঙ্গে যুক্ত হয় অক্ষ বিচলনের গতি। এই দুই গতির মিলিত ফলাফলে অনুসূর ও অপসূর বিন্দুর ঘূর্ণনের একটি পর্যায় কাল হয় যার মান ২১০০০ বছর।

(৮) পৃথিবীর কক্ষতল, সৌরজগতের প্রধান ও মূল কক্ষতল যা কিনা মূলত বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষতল, তার সাথে একটি কোণ করে অবস্থান করে। পৃথিবীর কক্ষতলের মূল প্রধান কক্ষতলের সাপেক্ষে একটি ঘূর্ণন হয় এবং এই গতির পর্যায়কাল ১০০০০০ বছর। এই পর্যায়কাল সরাসরি তুষার যুগের পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

পৃথিবীর মূল গতি, ওপরে বর্ণিত পর্যায়কালগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং আপতিত সৌর বিকিরণ পৃথিবীর জলবায়ুকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে।

১৯২০ সালে সার্বিয়ান জিওফিজিসিস্ট, অ্যাস্ট্রোনমার মিলুটিন মিলাঙ্কভিচ একটি প্রকল্প রচনা করেন এবং বলেন পৃথিবীর উৎকেন্দ্রিকতা, অক্ষের নতি ও অক্ষবিচলনের সম্মিলিত প্রভাবে পৃথিবীর ওপর আপতিত সূর্যের বিকিরণের পরিমাণ নির্ভর করে। আপতিত বিকিরণের পরিমাণ বিভিন্ন অক্ষাংশে বিভিন্ন হওয়ার কারণে পৃথিবীর জলবায়ুর বৈচিত্র্য ঘটে।

যে বিষয়টি ঘটে তা হল পৃথিবীর কোন অক্ষাংশের ওপর কতটা খাড়া ভাবে সূর্যের বিকিরণ আপতিত হয় এবং বছরের কতটা সময় ধরে সেই বিকিরণ স্থায়ী হয় তার ওপর নির্ভর করে একটি স্থানের জলবায়ু।

এই তত্ত্বের সাহায্যে মিলাঙ্কভিচ তুষার যুগের উৎপত্তিরও ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী করতে গেলে মিলাঙ্কভিচের তত্ত্বের প্রয়োগ করতে হবে সঙ্গে যুক্ত করতে হবে পার্থিব কারণ সমূহ।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট "মিলাঙ্কভিচ সাইকেল" কে প্রয়োগ করে যে ফলাফল পাওয়া সম্ভব তার ব্যপ্তি ১০০০ বছরের কম হবে না। সূক্ষ্ম হিসাবের জন্য মানুষের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশের পরিবর্তনকে হিসাবে মধ্যে নিতে হবে, হিসাব করতে হবে এল নিনো বা লা নিনা-র মতো প্রাকৃতিক প্রভাবকেও।

এই গ্রীষ্ম এত গরম কেন? সম্ভবত এল নিনো পূর্ববর্তী আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং মানুষের সৃষ্ট গ্রীনহাউস এফেক্ট ও অরণ্য ধ্বংসের কারণে আবহাওয়ার এই সাময়িক পরিবর্তন। আগামী জুলাই আগষ্ট মাসে এল নিনোর একটি নতুন পর্যায় বা সাইকেল শুরু হওয়ার কথা। ফলে আগামী কয়েকটি বছরে জলবায়ুর প্রতিকূল রূপ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা।

লেখা ৬

সুমেরুতে সাতদিন (দ্বিতীয় ভাগ)

রাজর্ষি পাল

পেশায় চিকিৎসক রাজর্ষি পাল থাকেন ইংল্যান্ডে। একটি বিশেষ মেডিক্যাল ট্রেনিং – এ গিয়েছিলেন সুমেরু অভিযানে। ফিরে এসে লেখা সেই অভিযানের বিবরণ নিয়ে বাংলা স্ট্রিট – এর গত সংখ্যায় শুরু হয়েছিল নতুন এই ধারাবাহিক। দ্বিতীয় অংশ রইলো ওই সংখ্যায়...

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

আগের দিন রাতে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছেছিলাম। ভাল করে দেখার সময় হয় নি। সকালে দেখলাম মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা কাকে বলে বুঝলাম। এদিক ওদিকে বরফে ঢাকা টিলার ওপরে আমাদের কাঠের বাংলো। সূর্য দেখা দেয় দিনে মাত্র ঘন্টা দুয়েক। বাকী সময়টা এক শীতল নীলাভ ঊষা বা গোধূলি আলো-আধারী। আপাদমস্তক তিন স্তর পোশাক চাপিয়ে বাইরে এলাম। রুক স্যাক এ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

তিন দলে আমরা ভাগ হলাম। আমাদের দলের প্রধান কাজ বরফের ওপর স্নো স্কুটার চালানো শেখা এবং কিভাবে প্রয়োজনে উদ্ধারের কাজে ব্যাবহার করা যায় তার ট্রেনিং। আমাদের ইন্সট্রাকটারের নাম নূট। হাসিখুশি মাঝবয়েসী নরডিক। কিভাবে

চালানো যায় তার বর্ণনা শুনে এবার চালানোর পালা। চালানোর পদ্ধতি আদতে সহজ – মোটর সাইকেল চালানোর মতন। কিন্তু তফাত আছে। চালানো শুরু করতেই বিপত্তি। একটা স্নো স্কুটারে দুজন করে। আমার সঙ্গী টম – ইংল্যান্ডের ডাক্তার। চালানো শুরু করার প্রায় সাথে সাথেই নরম বরফে ডুবে গিয়ে আটকে গেল আমাদের স্নো স্কুটার। মহা বিপত্তি। স্কুটার থেকে নেমে দুহাত দিয়ে বরফ সরাতে লাগলাম দুজনে। ভাগ্য ভাল যে আমাদের হাতে পুরু গ্লাভস। নয়ত তৎক্ষণাৎ frost bite হয়ে হাত কাটার ব্যাবস্থা করতে হত। আশ-পাশ থেকে অন্যরা এসে হাত লাগাল। মিলিত প্রচেষ্টায় অবশেষে বরফের গহবর থেকে তুলে আনা গেল আমাদের স্নো স্কুটার।

আসলে ভুলটা আমাদেরই অজ্ঞতা। বরফের ওপর দিয়ে দ্রুত গতিতে স্নো স্কুটার চালাবার নিয়ম। তাতে যে কোন ধরনের বরফের অপর দিয়েই স্কুটার স্লিপ খেয়ে সামনে এগিয়ে যায় – অনেকটা স্কি এর নিয়মে। গতিবেগ অল্প হলেই ভারি স্নো স্কুটার বরফের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। শেষ অবধি যাত্রা শুরু হল। পালা করে টম এবং আমি চালাতে লাগলাম স্কুটার। তীব্র গতিতে তুষারাবৃত হ্রদ পেরিয়ে শীতল শুভ্র অরন্যের মধ্য দিয়ে একেবেকে চলতে লাগলাম। আমাদের নিঃশ্বাসের বাষ্প হিমাঙ্কের পঁচিশ ডিগ্রি নীচে জমে আটকে যেতে লাগলো আমাদের স্নো গগলসে। বেশ কয়েকবার শক্ত বরফ দেখে থামিয়ে পরিস্কার করা হল গগলস। কখনো বা আমাদের সামনে, পিছনে বা পাশাপাশি চলতে লাগলো অ্যাক্সেল এবং মেলানী। অ্যাক্সেল সুইডেনের প্যারামেডিক এবং মেলানী চিকিৎসক ।

ধূধূ বরফের রাজ্য চারপাশে। যেন বরফের মরুভূমি। অনেকক্ষণ এই বরফের মরুভূমিতে স্নো স্কুটার চালিয়ে এবার ফেরার পালা। মাঝখানে আমাদের স্কুটার আর একবার আটকে গিয়েছিল বরফের মধ্যে। তবে উদ্ধার করতে বেশি সময় লাগে নি। ইতিমধ্যে দিগন্তের প্রান্তে সূর্যদেব দেখা দিলেন। অতি মোলায়েম সেই সূর্যরশ্মি। থাকবেন ঘন্টা দুয়েক। কিন্তু সেই আলো বরফের রাজ্যে প্রতিফলিত হয়ে সৃষ্টি করল এক মায়াবী রূপকথার জগৎ।

সেই বরফে ঢাকা হ্রদ-নদী এবং অরণ্য পেরিয়ে আমরা ফিরে এলাম বেস ক্যাম্পে। বিশাল একটা এস্কিমো তাঁবুর মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে খাবার গরম করার আয়োজন। এই অতি শীতল আবহাওয়ায় আগুন জ্বালানো এক ঝকমারি। কিন্তু তারও নিয়ম আছে। বেন কুপারের কাছে শিখলাম তুলোতে ভেসলিন মাখিয়ে কীভাবে বরফের গর্তের মধ্যে আগুন জ্বালানো যায়। বেন প্যারামেডিক। অ্যান্টার্কটিকাতে ব্রিটিশ সার্ভে টীমের সদস্য।

ছুটিতে বাড়ী এসেছে স্কটল্যান্ডে। কিন্তু তার পরেই সুমেরু অভিযানের সদস্য হয়ে চলে এসেছে আর্কটিকে। অ্যান্টার্কটিক থেকে আর্কটিক। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। এই নিয়ে বেন এর স্ত্রীর অনেক অভিযোগ চোখে পড়েছিলো ফেস বুকে।

এস্কিমো তাঁবুতে প্যাকেটের খাবার গরম করে খেয়ে আবার স্নো স্কুটার। এবারে বরফের ওপর দিয়ে cross country drive. (এর সঠিক বাংলা আমার জানা নেই)। অর্থাৎ বরফের এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে চলে যাওয়া।

হূহূ করে বরফের রাস্তা দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলেছে আমাদের স্নো স্কুটার গুলি। এখন হাত অনেক্তাই সরগর। যদিও বরফের রাস্তায় দুবার আছাড় খেয়েছিলাম। একটা সময়ে দলের অন্যদের পিছনে ফেলে আমি অনেকটা এগিয়ে যাই। কোন দিকে এগোতে হবে দিক সিদ্ধান্ত করতে না পেরে স্নো স্কুটার থেকে নেমে রাস্তার পাশের দিকে এগোতে গিয়ে ভুশ করে কোমর অবধি ডুবে গেলাম নরম চোরা বরফের মধ্যে। নেহাত পুরু স্কি ট্রাউসার আর বিশেষ ধরনের গাম বুট পায়ে, নয়তো পায়ে হয়ে যেত ফ্রস্ট বাইট।

যাইহোক অন্যরা এসে পৌঁছালে আবার শুরু হল যাত্রা। ঘন্টা দুয়েক এইভাবে সুমেরু প্রদেশে একটা লম্বা চক্কর দিয়ে ফিরে আসি বেস ক্যাম্পে। স্নো মোবাইলের ঢাকনা খুলে কিভাবে পেট্রোল ভরতে হয় শিখলাম। এবার বরফের পাঁচিলে বসে কিছুক্ষণ গুলতানি আর আড্ডা। তবে বেশিক্ষন নয়। আমাদের ট্রেনিং পর্ব আবার শুরু হবে। স্কি এর মতন এক ধরনের লম্বা ধাতব জুতো পায়ে আটকে নিয়ে আবার বরফের ওপর দিয়ে শুরু হল হাঁটা। সমতল ভুমি পেরিয়ে বরফের টিলাতে উঠতে গিয়ে দম বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। নরম বরফে হাঁটু অবধি ডুবে যেতে লাগলো। এক পা তুলে অন্য পা ফেলতে সময় লাগলো বহুক্ষণ।

তবে বরফের পাহাড়ে উঠে মন ভরে গেল।

বরফে আচ্ছাদিত পাইন গাছের জঙ্গল। সেই বরফের ওপর গোধূলির আলো বিচ্ছুরিত হয়ে সৃষ্টি করেছে রূপকথার এক স্বর্ণ-রাজ্য। ভাষায় বর্ণনার ক্ষমতা আমার নেই সেই রূপকথার দেশের। যাইহোক, এখানে বরফের ওপর হবে আমাদের ট্রেনিং। অসুস্থ বা আহতকে কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বহন করে নিয়ে যেতে হবে নিরাপদ

জায়গায়, তার ট্রেনিং। ডেনমার্কের ডাক্তার ব্যাস অসুস্থ হবার অভিনয় করল। এই ধরনের হাতে কলমে ট্রেনিং কে বলে সিনারিও ট্রেনিং (scenario training).

অসুস্থকে শীতলতার হাত থেকে রক্ষা করা এবং ফার্স্ট এইড দেবার পর একটা তাঁবুকে স্ট্রেচারের মতন ব্যাবহার করে বহন করে পাহাড় থেকে নেমে বেস ক্যাম্পে ফিরে আসি আমরা। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে বরফের রাজ্যে তাপমাত্রা নেমে গেছে মাইনাস চল্লিশে। শুরু হয়ে গেছে তুষারপাত।

বেস ক্যাম্পে কাঠের একটা বড় হলঘরে রাতের ডিনারের পর হল একপ্রস্থ ডাক্তারি লেকচার। এই অতি শীতল প্রদেশে কি ধরনের বিপদ-আপদ বা শারিরিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে স্লাইড শো করে তার ওপর লেকচার দিলেন আমাদের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডক্টর মারটিন রোডস। ডক্টর রোডস অ্যান্টার্কটিকা তে British Antactic Survey Team এর Chief Medical Officer. ছুটিতে ইংল্যান্ড এ এসে চলে এসেছেন আর্কটিকে।
তৃতীয় ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

তৃতীয় ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

লেখা ৭

টং টং কালিম্পং

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

গরম লাগছে তো তিব্বত গেলেই হয়,এই ভাবনার অধীন হয়ে এক শনিবার কাকভোরে চড়ে বসলাম বন্দে ভারত নামের ট্রেণটিতে। মনে তখন প্রবল পুলক।বিয়েবাড়ি টাইপের খাওয়াদাওয়া সেরে, এমনকী আইসক্রিম খেতে না চাওয়ায়,যিনি এসব পরিবেশন করেছিলেন, তিনি যখন বললেন,'খান না, খুব ভালো খেতে '। তখন বিস্ময়ে মরে যাই আর কী!

দুপুর নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে সাবিন ভাইয়ের গাড়ি চেপে বর্ষার পাহাড়ের রোম্যান্টিক রূপ, ফুটে থাকা অর্কিডের ফুল দেখতে দেখতে কালিম্পং এসে গেলাম। আমাদের অস্থায়ী আস্তানাটিকে অসাধারণ বললেও কম হবে। যখন তখন মেঘ ঢুকে পড়ছে।দ্রষ্টব্য অনেক, তবে দেখার জন্য বেরোলেই ঝেঁপে বৃষ্টি আসে। নানান রঙচঙে গুম্ফা। ভেতরে স্থিতধী বুদ্ধদেব।লামা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নার্সারি,পার্ক, গৌরীপুর রাজবাড়ি, যেখানে রবীন্দ্রনাথ আসতেন। খাদের গায়ে ঝুলে-থাকা ক্যাফে।আর অতি সুস্বাদু মোমো।ফিরতি পথে সঙ্গে সঙ্গে তিস্তা। তিস্তার ওপর মেঘ জমেছিল। নেমে এলাম।

আবার বন্দে ভারত। আবার সেই মুখে লেগে থাকা মাছের চপ।

ছবি : শ্রুতকীর্তি দত্ত

লেখা ৮

শরীর সুস্থ রাখতে অ্যালকালাইন ওয়াটারের জুড়ি নেই

স্বপন দাশ

ডাক্তারবাবুরা বলেন আমাদের শরীর ঠিকঠাক রাখতে পি এইচ ব্যালান্স বা সাধারণ ভাবে যাকে বলে পোটেনশিয়াল অফ হাইড্রোজেন ব্যালান্স বজায় রাখা অপরিহার্য। প্রধানত আজকের দিনে আমাদের যে খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনধারা , তার জন্যে আমাদের শরীরে প্রায়শই অ্যাসিডের মাত্রা অত্যধিক হয়ে ওঠে, যা বিভিন্ন সময়েই নানারকম স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা ডেকে আনে। ডাক্তারবাবুরা বলেন, অ্যালকালাইন ওয়াটার, যার পিএইচ স্তর সাধারণত ৮ এবং ৯-এর মধ্যে থাকে , খেলে এই জলই অনেকাংশে আমাদের শরীরের প্রাকৃতিক পোটেনশিয়াল অফ হাইড্রোজেন ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারে, এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে।

সারা দিন আমাদের যেসব কাজ করতে হয় তার জন্য শরীরে জল খুব জরুরি। এই অ্যালকালাইন ওয়াটারে ছোটো আণবিক ক্লাস্টার রয়েছে বলে , তা আমাদের কোষগুলিতে আরও ভালো এবং দ্রুত শোষণের ব্যবস্থা করে। অ্যালকালাইন ওয়াটার খেলে আমাদের শরীরে পুষ্টির পরিমাণ বাড়ে, ডিটক্সিফিকেশনের প্রক্রিয়াগুলি উন্নত করা যায় এবং সামগ্রিক শক্তির মাত্রা বাড়ে। অ্যালকালাইন ওয়াটারের মূল সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হল এর সম্ভাব্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলি আমাদের দেহে ক্ষতিকারক ফ্রি উপাদানগুলিকে কমাতে সাহায্য

করে, অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহ কমায়। এই জল তাই দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করতে পারে।

আমাদের শরীরে সুস্থ অন্ত্র সামগ্রিক সুস্থতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ্যালকালাইন ওয়াটার সম্ভাব্যভাবে অ্যাসিড রিফ্লাক্স উপশম করতে পারে এবং অম্বলের মতো উপসর্গগুলি থেকে মুক্তি দিতে পারে। এর ক্ষারত্ব পাকস্থলীর বাড়তি অ্যাসিড রোধ করতে সাহায্য করে এবং পরিপাক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যার ফলে হজমশক্তি ভালো হয়। অ্যালকালাইন ওয়াটার ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় খনিজগুলিতে সমৃদ্ধ। এই খনিজগুলি হাড় শক্ত রাখতে এবং খনিজ ঘাটতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অ্যালকালাইন ওয়াটার নিয়মিত ব্যবহার দেহে খনিজ শোষণ বাড়াতে এবং হাড়ের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে, অস্টিওপোরোসিসের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। আমাদের শরীরে আমাদের খাদ্য এবং পরিবেশ সহ বিভিন্ন উত্স থেকে নিয়মিত নানা রকম বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়। অ্যালকালাইন ওয়াটারে বাড়তি হাইড্রেশন এবং সম্ভাব্য ডিটক্সিফাইং-এর বৈশিষ্ট্য আছে বলে তা টক্সিনগুলিকে ফ্লাশ করতে এবং বর্জ্য পদার্থগুলিকে তাড়াতে আরো ভালোভাবে সহায়তা করতে পারে। উপরন্তু, এই জল হাইড্রেশন ঠিক রেখে এবং ক্ষুধা দমন করে আমাদের দরকার মতো ওজন কমানো বা বাড়ানোয় সাহায্য করতে পারে।

ফলে, এই অ্যালকালাইন ওয়াটার আমাদের জীবনে একটি চমৎকার অভ্যাস হতে পারে। কিন্তু এই জল আপনি পাবেন কোথায় ? উত্তর এক কথায় বললে হওয়া উচিৎ আপনারই বাড়িতে। কীরকম ? এক লিটার জল নিন। বাজার থেকে একটি কাঁকড়ি কিনে এনে সেটাকে ফালিফালি করে রাখুন। আর লাগবে একটি লেবু। মাথায় রাখতে হবে আমরা কিন্তু আলাদা করে লেবুর রসের কথা বলছি না। গোটা একটি লেবু কেটে ফেলুন। এবার ওই এক লিটার জলে ওই

লেবু, কাঁকড়ি দিয়ে সারা রাতের মতো ভিজিয়ে রাখুন। ব্যাস আপনার অ্যালকালাইন ওয়াটার তৈরি । এবার সকালে ব্রেকফাস্টের এক ঘন্টা আগে থেকে কিছুক্ষণ বাদ দিয়ে দিয়ে ব্রেকফাস্টের এক ঘন্টা পরের মধ্যে জলটি শেষ করুন। আপনার অ্যালকালাইন ওয়াটার ব্যবহারের অভ্যাস তৈরির জন্যে যথেষ্ট।

তথ্য সহযোগিতায়

অলোক ব্যানার্জি

ওয়েলনেস কোচ এবং কন্সাল্ট্যান্ট

ফোন: ৭৯৮০৪৬৭৪৯৯

aloke999@gmail.com

লেখা ৯

বর্ষায় দই থেকে একটু দূরে থাকুন

অসীমা দেবরায়

বর্ষা এখন পুরোদমে দখল নিয়েছে বাংলার। তীব্র গরম থেকে বর্ষা রেহাই দিলেও বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়ে এই মরশুমে। বর্ষায় সুস্থ থাকতে খাওয়া-দাওয়ার উপর বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হয় একথা ডাক্তারবাবুরা বারবার বলেন। যেমন ধরুন আমাদের মধ্যে অনেকেই শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময়েই দই খেতে পছন্দ করেন। স্বাস্থ্য পত্রিকাগুলি খুললেই দেখা যায় সবাই বলছেন দই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী একটি খাবার। কিন্তু বর্ষাকালে দই খাওয়ার আগে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে। কিন্তু আয়ুর্বেদ মতে, দই ঠাণ্ডা হলেও গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এর ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে দই খেলে ধীরে হজম হয়। বর্ষাকালে শরীরের মেটাবলিজম ধীর হয়ে যায় এবং হজম শক্তি কমে যায়। তাই বর্ষাকালে দই খেলে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এ জন্য বর্ষায় মানুষের হালকা খাবার খাওয়া উচিত, যা সহজে হজম হয়। বিশেষ করে যাঁরা বদহজমের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের দই থেকে দূরে থাকতে হবে। ডাক্তারবাবুরা বলেন যে বর্ষাকালে পরিমাণে খেলেও অল্প পরিমাণে দই খেতে হবে। তবে রাতে দই খাওয়া যেকোনো ঋতুতেই ক্ষতিকর। দই বিকেলে বা সকালে খেতে হবে। রাতে দই খেলে পেটের নানা রোগ হতে পারে। দই প্রকৃতিতে অম্লীয় এবং

আমাদের রক্তকে দূষিত করতে পারে। এতে ত্বকের সমস্যা দেখা দেয়। মুগ ডাল, মধু, ঘি, চিনি ও আমলার সঙ্গে দই মিশিয়ে খেলে শরীরের উপকার হয়। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের মতে, বর্ষায় অতিরিক্ত দই খেলে জয়েন্টে ব্যথা এবং বদহজম হতে পারে। দীর্ঘদিন দই খেলে মারাত্মক সমস্যা হতে পারে। আয়ুর্বেদ অনুসারে, দই ছাড়াও বর্ষাকালে কাঠাল, বেগুন, ছোলা, রাজমা এবং সব ধরনের আমিষজাতীয় পদার্থ এড়িয়ে চলাই ভালো।

বর্ষায় খুব বেশি মশলাদার ও জাঙ্ক ফুড খাওয়া উচিত নয়। জাঙ্ক ফুড প্রতিটি ঋতুতে স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক, তবে বর্ষায় এটি স্বাস্থ্যের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। এই ঋতুতে টাটকা খাবার সবচেয়ে ভালো বলে মনে করা হয়।

লেখা ১০

ডাকছে কুক্কড় !!!

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

আনচান সন্ধ্যায় অফিস ফেরত মনটা কিছু খাই খাই করে উঠছে ! অথবা ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পেটে খিদের ইঁদুর দিচ্ছে ডন ! ইচ্ছে হচ্ছে , চটপট কেউ কিছু কুক করে দিক! চিন্তা কী! আপনারই জন্য অপেক্ষায় 'কুক্কড় ' । টুক করে বাস থেকে নেমে অথবা গাড়িটা সাইডে থামিয়ে এসে স্বচ্ছন্দে চেয়ারে বসুন। ব্যস, মুড়মুড়ে ফ্রায়েড চিকেন উইংস কিংবা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই মুখের সামনে সার্ভড হয়ে যাবে মুহূর্তেই। সন্ধ্যায় টিভি দেখছেন, বা ঘরে এসে পড়েছে বন্ধু-স্বজন-অতিথি! সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটু কষ্ট করে চলে আসুন। দূরে হলে জোমাটোতে একটা শুধু অর্ডার। ইয়াম্মি-ক্রিসপি ফ্রায়েড চিকেন র‍্যাপ এবং চিকেন পপকর্ন সহযোগে জমে যাবে সান্ধ্য জলযোগ; সাথে যদি যোগ করা থাকে শীতল পানীয় 'স্ট্রবেরি বা পাইন্যাপেল মোহিতো' (Strawberry/Pineapple Mojito), তাহলে

তো কথাই নেই, অতিথি মোহিত নানাবিধ ‘মোহিতো’ -র সম্মোহনে। আপনার অ্যাপেটাইট এবং তৃষ্ণাকে তৃপ্ত করতেই কুড়কুড়ে ফ্রায়েড স্ন্যাক্সের রকমারি সম্ভার নিয়ে এবার গাঙ্গুলিবাগানে হাজির ‘কুক্কড় কুকার’ (Kukkad Cooker) ফুড আউটলেট।

পাঞ্জাবি ভাষায় চিকেনকে বলা হয় কুক্কড় ! সেই কুক্কড়-কে মুখরোচক ভাবে তৈরি করছে যে-কুকার – তারাই ‘কুক্কড় কুকার’ : জানালেন ফুড আউটলেটের কর্ণধার তীর্ণা পণ্ডিত। একেবারে নিজস্ব কিছু স্পাইস এবং সস্-এর মিশ্রণে বা সহযোগে, সযত্নে ও স্বল্পসময়ে সুস্বাদু ফ্রায়েড চিকেনস ও ভেজিটেবল ডিলাইটস-এর পরিবেশনায় যাদের তুলনা মেলা ভার। গাঙ্গুলিবাগান স্টপেজে নেমে অশোক রোড ধরে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই চোখে ধরা দেবে ১৬ অশোক রোড; বৈষ্ণবঘাটার দিক থেকেও আউটলেটটি খুব কাছাকাছি। বিকেল পাঁচটা থাকে রাত দশটা পর্যন্ত প্রতিদিন আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে ‘কুক্কড়’ ।

এখানে এলে স্বাদ মেটানোর সাধ মিটবে একেবারে সাধ্যের মধ্যেই। ৭০ টাকায় টেস্টি-ক্রাঞ্চি ফ্রায়েড চিকেন ব্রেস্ট, ফ্রায়েড চিকেন লেগ, পনির পপকর্ন, চিকেন পপকর্ন; ১৬০ টাকায় ফ্রায়েড চিকেন স্ট্রিপস(ফুল প্লেট), মাত্র ৯৯ টাকায় চিজি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই! পাশাপাশি তৃষ্ণা জুড়োনো পানীয় ভার্জিন মোহিতো, পাইন্যাপেল মোহিতো, ব্লু লেগুন ৫০ টাকার মধ্যেই! ৬৯ টাকার মধ্যেই রয়েছে রকমারি শেক – বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে একটা করে চকলেট কিংবা কিটক্যাট শেক আর স্ট্রবেরি কিংবা অরেঞ্জ শেক নিয়ে হাতবদল, ঠোঁটবদল করতে মন চাইবেই ! খিদে আরেকটু বাড়লে ফ্রায়েড চিকেন বা ফ্রায়েড পনির র‍্যাপ, ডাবল ডাউন বার্গার (সমস্তই ৮০ থেকে ১৩০ টাকার মধ্যে) স্বচ্ছন্দে আপনার প্লেটে এবং পেটে নিজের জায়গা করে নেবেই। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় –এখানকার খাবারে আজিনোমোটো (Monosodium Glutamate) ব্যবহার করা হয় না । টেস্ট-বর্ধক অথচ ক্ষতিকারক এই পদার্থটি সম্পর্কে আজকে যেকোনো বাঙালি ভোজনরসিক মাত্রেই সাবধানী। গ্যারান্টি দিচ্ছে ‘কুক্কড় কুকার’ – এদের খাবারের স্বাদ একেবারে হোমমেড কিছু বিশেষ স্পাইস, মেয়োনিজ এবং সস্-এর সংমিশ্রণে তৈরি, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে অন্যদের চেয়ে আলাদা।

এবার ‘কুক্কড় কুকার’ -এর দুটি স্পেশ্যাল ডিশ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

স্পেশালিটি – চিঙ্কা (মানে কিনা All Chicken Pizza, যাতে কোনো ব্রেড ব্যবহার করা হয় না!)

১) চিঙ্গা (অল চিকেন পিৎজা)

ভাজা মুরগির বেস এখানকার বিশেষ ক্রাম্বে রান্না করা হয় যা পিৎজা সস এবং প্রচুর পরিমাণে মোৎসারেলা চিজ্ দিয়ে বেস হিসাবে ব্যবহার হয় ওরিগানো এবং চিলি ফ্লেক্স দিয়ে ছিটিয়ে।

২) ডাবল ডাউন বার্গার

চিকেন এখানকার স্পেশাল ক্রাম্ব দিয়ে লেপা এবং ক্রিস্পি না-হওয়া পর্যন্ত ভাজা হয় বান হিসেবে, বিভিন্ন ধরনের সস এবং তাজা লেটুস পাতা ও চিজ্-এর সহযোগে।

তাহলে আর দেরি কেন? চলে আসুন! খিদেয় 'ভুক্কড় !' ডাকছে 'কুক্কড়' ।

লেখা ১১

ওভাল : এবারেও স্বপ্নভঙ্গ টিম ইন্ডিয়ার

স্বপন দেবনাথ

সম্প্রতি ভারতের পুরুষ ক্রিকেট দলের নির্বাচক প্রধান নির্বাচিত হয়েই আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য হার্দিক পান্ড্যের নেতৃত্বে ১৫ জনের টি টোয়েন্টি দল ঘোষণার ব্যবস্থা করে রীতিমতো তোলপাড় ফেলে দিলেন অজিত আগরকর। তোলপাড় কারণ, ২০১৩-তে শেষবার আইসিসি ট্রফি জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। তারপর কেটে গেছে গোটা একটা দশক। একাধিকবার হয়ত কাছাকাছি পৌছেছে , কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য সেই অধরাই রয়ে গেছে। এবার আবার সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার সম্ভাবনার একেবারে সামনে এসেও ব্যাটেবলে বলতে যা বোঝায় তা হল না । তবে কিনা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ায় ভারত অস্ট্রেলিয়া দুই দলের সমর্থকদের মধ্যেই যে উত্তেজনার পারদ চড়েছিল কয়েক দিন আগে থেকেই তার কারণ কিন্তু একটাই : শেষ কয়েকটি টেস্ট সিরিজে অজিদের বারবার টেক্কাই দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া।

স্বয়ং শচীন তেন্ডুলকর অব্দি বলেছিলেন দেখেছিলাম , 'ওভালে ভারত শেষবার কিন্তু দারুণ ক্রিকেট উপহার দিয়েছিল। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার পারফরম্যান্স বললে কিন্তু মোটে আহামরি কিছু নয়। তবে কিনা যেহেতু এই দলে বেশ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটার আছেন ফলে ভারতকে সাবধানী হতেই হবে…।' তবু খানিকটা আশায় বুক বেঁধে রোহিত-দ্রাবিড় জুটিতে খরামুক্তির স্বপ্নই দেখেছিল ভারত । কিন্তু শেষমেশ

এই ফাইন্যালও যখন শুধুই আসা-যাওয়ার খেলায় পর্যবসিত হল তখন গোটা লড়াইটাই হয়ে দাঁড়ায় এক করুণ ট্র্যাজেডি মাত্র। আগরকর সেই করুণ ট্র্যাজেডিতেই ইতি তানবার চেষ্টা করলেন এমনটাই বলছেন ওয়াকিবহাল মহল।দেখা যাচ্ছে গলে তরুণ মুখের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশি।ডাক পেয়েছেন আই পি এলে মুম্বইয়ের হয়ে দুরন্ত ফল করায় তিলক বর্মা। আছেন ২১ বছরের যশস্বী জয়সওয়ালও। 'এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর টেস্ট বোলার অশ্বিন কীভাবেদ পড়েছিলেন আগের দল থেকে?' এ প্রশ্ন তুলেছেন স্বয়ং সুনীল গাওস্কর। ৪৬ রানের মাথায় এসে বিপজ্জনক শট নেওয়া রাহানেকে নিয়েও একদম প্রশ্ন নেই তা নয়। । প্রশ্ন তো এবারের আই পিএলে দারুণতম পারফ্রমেন্স করেও বিপক্ষের ত্রাস হয়ে ওঠা রিঙ্কু সিং-কে নিয়েও।তা ছাড়া দলে নেই দুই অভিজ্ঞ তারকা বিরাট আর রোহিত শর্মাও ।

প্রশ্ন উঠেছিল স্বভাবতই ! বিশেষ করে যেখানে গত ১০ বছরে কোনো আই সি সি টুর্নামেন্টেই ট্রফি ঘরে আনা যায় না, পরপর দুবার টেস্ট ফাইনালে উঠেও হারই হয়ে দাঁড়ায় ভবিতব্য সেখানে না ওঠাটা বিপজ্জনকও , দেশের পক্ষে। । কেবল কি তাই ? যেখানে ২০১৪-য় টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরেছিল ভারত। ২০১৭-য় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে পাকিস্তানের কাছেও ফলাদলে কোনো হেরফের হয়নি। ২০২১ এও টেস্ট সেরার ফাইনালে ভারত ছিটকে গেছিল নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে কব্জির জোরে।

যাই হোক তারপর আবার এবারের ফল। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে বাধ্যই ছিল। কেননা কোনো সন্দেহই কি থাকে এতে যে টানা দু মাস ধরে আই পি এল খেললে পরে তার দিন সাতেকের মধ্যে আর যাই হোক বিদেশের আবহাওয়ায় টেস্ট ক্রিকেটে স্টেজে মেরে দেওয়া অসম্ভব ছাড়া কিছুই নয়। অর্থাৎ ? অর্থাৎ আর কী, যত অস্বস্তিরই হোক, বা আইপিএল সূত্রে যত কোটি টাকাই ঘরে ঢুকুক না কেন সব ফর্ম্যাটের ক্রিকেটেই বিশ্বসেরার তকমা জেতা অত সহজ নয়, এটাই হল গিয়ে মোদ্দা কথা। কথা, কারণ, লক্ষ্য করুন যে স্টিভ স্মিথকে আই পি এল-এ কোনো দলই নেয়নি সেই স্টিভই কিন্তু ব্যাট করতে এসে শুধু সেঞ্চুরিই নিয়ে যাননি, দুই ইনিংসেই দুই অসামান্য ক্যাচে ফিরিয়ে দিয়েছেন খোদ বিরাটকে। অন্যদিকে প্রাক্তন কোচ রবিজির মতে , আই পি এল হল গোল্ডেন গুজ। তাঁর একটাই কথা : 'নেভার পয়েন্ট ফিঙ্গারস অ্যাট দ্যাট গুজ।সি হাউ ক্যান উই গেট মোর এগস ।' রোহিতরা অবিশ্যি কাঠগড়ায় তুলেছেন আম্পায়ারিংকে। তাঁদের প্রশ্ন : এমনকী আইপিএল-এও যেখানে ১০ টা ক্যামেরার অ্যাংগেল থাকে সেখানে শুবমান গিলের আউট নিয়ে দুটি মাত্র ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল

ব্যবহার কি আম্পায়ারিং-এর ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনক নয় ? এর ফল কী হল ? না, প্রথম টিম হিসাবে আই সি সি র তিন ফর্ম্যাটের সেরা হল অস্ট্রেলিয়া। স্বভাবতই ভারত জিতলেও রেকর্ড হত একই।

স্বভাবতই প্রশ্ন এক রাশ , কিন্তু উত্তর ! যেমন ধরা যাক ভারতীয় ক্রিকেট দলের শরীরী ভাষা। কোহলি-শাস্ত্রীর সময়ে যে আগ্রাসী চেহারা ছিল ভারতীয় দলের , তার ছিটে ফোঁটাও কি অবশিষ্ট আছে আর ? লাখ টাকা দামের প্রশ্ন বটে। ওভালে যারা ভারতকে দেখেছেন তাঁরাই বলছেন ভারতীয় দলকে প্রথম থেকেই মনোবলহীন নেতিয়ে পড়া দেখিয়েছে। এখন যা অবস্থা তাতে বছরের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর তো ঠিক আছে , কিন্তু তার আগে পরের টেস্ট সফরই ওয়েস্ট ইন্ডিজ।এ ছাড়া দেশের মাঠে বিশ্বকাপ তো আছেই। ফলে প্রশ্ন ঠিক আছে, কিন্তু সে প্রশ্নকে মোটেই বড়ো হয়ে উঠতে দেওয়া যাবে না। বিশেষ করে বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি কিন্তু পড়েই গিয়েছে। এখন শুধু দিন গোণার অপেক্ষা। এমতাবস্থায় স্বভাবতই চিন্তায় আছেন । মূল কথা একটাই : টি-২০ ফরম্যাটের থেকে আচমকা টেস্টে নিজেদের প্রমাণ করার ব্যবস্থাপনা খাড়া করা : খুব সহজ কি ? প্রাক্তন কোচ স্বয়ং রবি শাস্ত্রী একটি সাক্ষাতকারে বলেছেন , 'আমরা জিততে পারিনি কারণ জিততে হলে একটি যৌথ চেষ্টা লাগে, ঠিক আছে ! এর জন্যে আপনি কোনো একজন প্লেয়ার বা একজন ক্যাপ্টেনকে দুষতে পারেন না।' অনেকেই বলছেন, প্রথম বল গড়ানোর আগেই হেরে বসেছিল ভারত। কারণ হিসাবে দর্শাচ্ছেন অশ্বিনকে বাইরে রাখা, বাড়তি পেসার, ভরতের উপর বেশি আস্থা সহ নানা কিছু। নির্বিষ বোলিংও সঙ্গ দিয়েছে সেই সঙ্গে , বলতে ছাড়ছেন না তারা। আবার ভারত অধিনায়কের মতে টেস্টের একটা ম্যাচের নিরিখে কখনো কোনো দলের ভাগ্য নির্ধারিত হতে পারে না। তাঁর মতে, তিন ম্যাচের সিরিজের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারিত হওয়াই ভালো। খবর অনুযায়ী চেতেশ্বর পূজারা আর উমেশ

যাদবের পারফরম্যান্সেও মোটেই খুশি নয় টিম ম্যানেজমেন্ট। এমনকি পূজারার পরিবর্ত হিসাবে যশস্বী জয়সওয়ালকে ভাবার কথাও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল আগেই । এরকম পরিস্থিতিতে আগরেকরের আসল দায় ছিল সব মহলের মতে একটু তরুণমুখী দল বানানো। তিনি আপাতত নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন বলেই বলছেন অনেকে।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন